গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন শাখা-৪

স্মারক নং: ৪২.০৩৭.০২৮.০০.০০.০১১২.২০১০-

তারিখ: ১৭ জানুয়ারি ২০১২ খ্রিঃ / ০৪ মাঘ ১৪১৮ বঃ

বিষয় : ১১ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির ১৪তম সভার কার্যবিবরণী।

বিগত ১১ জানুয়ারি ২০১২ রোজ বুধবার সকাল ১১:০০ ঘটিকায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির ১৪তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির আহবায়ক ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব রমেশ চন্দ্র সেন, এম.পি সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, এম.পি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব আলহাজ্ব মাহবুবুর রহমান, এম.পিসহ জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির সম্মানিত সদস্যগণ এবং সহায়তাকারী কর্মকর্তা হিসাবে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। নির্বাহী কমিটির উপস্থিত সম্মানিত সদস্যবৃন্দ এবং সহায়তাকারী কর্মকর্তাদের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক' তে সংযুক্ত করা হলো।

২.০ জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির ১৩তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন।

২.১ আলোচনার শুরুতে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার আলোচ্যসূচী উপস্থাপনের জন্য সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানান।

২.২ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব শেখ আলতাফ আলী সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বিগত ২২ মে ২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির ১৩তম সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করে শোনান। কোন সংশোধনী ছাড়াই উক্ত কার্যবিবরণী অনুমোদিত হয়। অতঃপর তিনি ১৩তম সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির উপর একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপস্থাপন করেন।

২.৩ ১৩তম সভার সিদ্ধান্তসমূহ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

অনুচ্ছেদ নং	১৩তম সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৫.২	১২তম সভার যে সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে সে বিষয়ে সময় উল্লেখপূর্বক একটি পর্যালোচনা প্রতিবেদন ওয়ারপো প্রণয়ন করবে এবং যে বিষয়গুলো বাস্তবায়িত হয় নাই সে বিষয়ে বাস্তবায়নের জন্য সত্বর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	১২তম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সময় উল্লেখ করে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছে।
৫.৩	প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পানি আইন ২০১০ মন্ত্রিসভার নীতিগত অনুমোদনের জন্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে মন্ত্রিসভায় প্রেরণের পূর্বে প্রয়োজনীয় পরিমার্জনের জন্য ৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৫ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি দ্বারা খসড়া পানি আইনটি পরিমার্জিত করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ নং	১৩তম সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৫.৪	কমিটি আগামী ২০ দিনের মধ্যে অন্যান্য আইনের সাথে এ আইনের দ্বৈততা বা সাংঘর্ষিক বিষয়গুলো পর্যালোচনা কাঠামোগত সংশোধন ও পরিমার্জন করে আইনটির খসড়া দাখিল করবে।	৫.৩ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত কমিটি একাধিক সভার মাধ্যমে বিদ্যমান আইনগুলির সহিত সাংঘর্ষিক বিষয়গুলি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে খসড়া আইনটি পরিমার্জন ও সংশোধন করেন, যা ১৪ আগস্ট, ২০১১ তারিখে মন্ত্রিসভায় উপস্থাপিত হয়।

২.৪ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব শেখ আলতাফ আলী প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১২ প্রস্তুতির ক্রমবিবরণ এর উপর একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন প্রস্তাবিত আইনটি বিগত মন্ত্রিসভায় উপস্থাপনের পর সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক খসড়াটি পরিমার্জিত করা হয়। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত (ভাঃ) সচিব এর সভাপতিত্বে একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় সভায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে পরিমার্জিত খসড়াটি আলোচিত হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের লিখিত মতামত সংগ্রহ করে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এর সভাপতিত্বে খসড়াটিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন/সংযোজন সন্নিবেশিত করা হয়। খসড়া আইনের উপর বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (এনজিও) থেকে প্রাপ্ত মতামত বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় অংশ এ খসড়ায় অর্ন্তভূক্ত করা হয়। বিগত ১৪ আগষ্ট, ২০১১ তারিখে মন্ত্রি সভার বৈঠকে উপস্থাপিত খসড়া বাংলাদেশ পানি আইন ২০১১ এর ১২টি অধ্যায় ৮৫টি ধারা ও ৪টি তফসিলের পরিবর্তে বর্তমান খসড়ায় ৯টি অধ্যায়ে ৪২টি ধারা সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

৩.০ খসড়া বাংলাদেশ পানি আইন ২০১২ সভায় উপস্থাপন ঃ

৩.১ সভার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় খসড়া "বাংলাদেশ পানি আইন ২০১২" এর উপর সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা প্রদানের জন্য সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার মহাপরিচালক-কে অনুরোধ করেন।

৩.২ পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার মহাপরিচালক সংশোধিত বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১২ এর প্রধান প্রধান ধারাসমূহ বর্ণনা করে একটি সংক্ষিপ্ত সার PowerPoint এ উপস্থাপন করেন। উপস্থাপন শেষে খসড়া পানি আইন ২০১২ এর বিভিন্ন ধারার উপর বিস্তারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

৩.৩ আলোচনায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, এম.পি পানি আইনের সাধারণ উদ্দেশ্যের মধ্যে ভূগর্ভস্থ পানির নিম্নগামীতা-রোধকল্পে (depletion) ভূগর্ভস্থ পানির পরিমিত ব্যবহারের বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করার বিষয়ে মত দেন। তিনি উপকূলীয় অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ জলাধার লবণাক্ততা থেকে রক্ষা, বৃষ্টির পানি ও ভূপরিস্থ পানি সংরক্ষণ ও গুনগত মান রক্ষার উপর জোর দেন। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব আলহাজ্ব মাহবুবুর রহমান, এম.পি ভূগর্ভস্থ এবং ভূপরিস্থ উভয় প্রধান উৎসের যথেচ্ছ ব্যবহার রোধ করতে হবে বলে উল্লেখ করেন।

৩.৪ কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, এম.পি পানি আইনের ধারা-১৫ এর উপধারা (২) তে অগ্রাধিকার ভিত্তিক পানি বন্টনের ক্ষেত্রে কৃষি-তে অধিকর্তার গুরুত্ব দেওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন।

৩.৫ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব সিকিউকে মুসতাক আহমেদ নিম্নে ধারা অনুযায়ী তাঁর মতামত প্রদান করেন:

(ক) প্রস্তাবনার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে "ক্রমর্বধমান জনসংখ্যা" শব্দগুলোর পরে "কৃষি ও শিল্প উৎপাদন" সংযোজন করা;

(খ) ধারা-১২ এর উপধারা (৩) নিম্নলিখিতভাবে সংযোজন করা:-
কৃষি উৎপাদনের সেচ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সহিত আলোচনা করিবে;

(গ) ধারা-১৬-তে নিম্নরূপ একটি উপধারা সংযোজন করা:-
১৬(৩) ভূপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা সম্পন্ন এলাকায় ভূর্গভস্থ পানির ব্যবহার নিরুৎসাহিত করা হইবে;

(ঘ) ধারা-২০ এ ২য় লাইনের "সকল প্রকার সেচ" শব্দগুলোর পরিবর্তে "সেচসহ সকল প্রকার কৃষিকাজ" শব্দগুলো সংযোজন করা।

৩.৬ পানি উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বিরূপ প্রভাব প্রশমনে ধারা ২৫(২) এর উপর দীর্ঘ আলোচনায় অংশ নিয়ে পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী ২৫(২) ধারায় সেতু নির্মাণে ওয়ারপো'র অনুমতি গ্রহণের বিষয়টি জানতে চান। কৃষি সচিব বলেন ২৫(১) ধারাতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশের বিধান থাকলে ২৫(২) ধারাতে ওয়ারপো'র অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন হয় না।

৩.৭ ওয়ারপো'র মহাপরিচালক, মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব এর প্রশ্নের প্রেক্ষিতে বলেন জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ নির্দেশনা অনুযায়ী ওয়ারপো পানি ব্যবস্থাপনায় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে এমন সকল স্থাপনা/অবকাঠামো নির্মাণের প্রস্তাবসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে পরামর্শমূলক "ক্লিয়ারেন্স" প্রদান করবে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবসমূহের উপর ওয়ারপো পরিকল্পনা কমিশনকে কারিগরী বিষয় মতামত প্রদান করে আসছে। তিনি বলেন পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন, ১৯৯২ এর আওতায় ওয়ারপো পানি সম্পদের সার্বিক সমন্বয় বিধান, তথা পানি ব্যবস্থাপনায় প্রতিক্রিয়ারোধে পরামর্শক প্রদানে ম্যান্ডেটের আলোকে খসড়া বাংলাদেশ পানি আইন ২০১২ এর ২৫(২) ধারা অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন বিরাজমান পানি ব্যবস্থাপনায় বিশৃংখল ও অনিয়ন্ত্রিত অবস্থার সংশোধনকল্পে এই বিষয়ে ওয়ারপো'র অংশগ্রহণ প্রয়োজন আছে।

৩.৮ এই পর্যায়ে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী বলেন অনিয়ন্ত্রিতভাবে দেশের নদ-নদী, খাল-বিলের পানি প্রবাহে বিঘ্ন সৃষ্টি করা হচ্ছে, যার ফলে বহুবিধ সংকটের সৃষ্টি হচ্ছে। এ থেকে পরিত্রান পেতে পানি আইনের ধারা ২৫ উপধারা (২)টি প্রয়োজন আছে। তবে ২৫(২) ধারাতে পানি খাতে সু-শাসন প্রতিষ্ঠার স্বার্থে "অনুমতি পত্রের" পরিবর্তে পরার্মশ গ্রহণের বিষয়টি প্রতিস্থাপন করার জন্য পরার্মশ প্রদান করেন।

৩.৯ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী দেশের পানি ব্যবস্থাপনায় ওয়ারপো'র পরার্মশ/অনুমতির বিষয়টি প্রয়োজন আছে বলে মত প্রকাশ করেন। তিনি প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১২ এর ধারা ২৫ (১) ও (২) এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং উপধারা দুইটিকে সমন্বিতভাবে একটি উপধারায় প্রতিস্থাপন করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।

পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক জনাব মোঃ জাফর সিদ্দিক জানান ২৫ ধারায় উপধারা (২) এর কিছু অংশ উপধারা (১) এর সাথে সংযোজনপূর্বক একটি উপধারা দ্বারা প্রতিস্থাপন করা যায়। উপরোক্ত মতামতের আলোকে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব শেখ আলতাফ আলী বলেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ওয়ারপো'র ভূমিকার বিষয়টি ২৫(১) ও ২৫(২) উপধারা দুইটি একীভূত করে ধারা ২৫ এ অন্তর্ভূক্ত করা যায়।

৩.১০ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১২ এর ২৬ নং ধারার (১) নং উপধারার শুরুতে "উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিত" শব্দগুলি সংযোজন করার পরমর্শ প্রদান করেন।

৩.১১ খসড়ার বিভিন্ন ধারার উপর অন্যান্য সংশোধনী/সংযোজন প্রস্তাবসমূহ:

(ক) যৌথ নদী কমিশনের সদস্য জনাব মীর সাজ্জাদ হোসেন গৃহস্থলী ও "সাধারণ কৃষি কাজ"কে সংজ্ঞায়িত করার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

(খ) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক জনাব মোঃ আজিজুল হক, প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১২ এর বিভিন্ন ধারায় ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ শব্দ যেমন- Aquifer, Catchment, Estuary ইত্যাদি সংজ্ঞাতে অর্ন্তভূক্ত করার জন্য অনুরোধ করেন।

(গ) স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্ম সচিব জুয়েনা আজিজ ১৮ ধারায় পানির সংকটপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত অঞ্চলের ক্ষেত্রে অগভীর পানিধারক স্তরের সাথে গভীর শব্দটি সংযোজন করার জন্য অনুরোধ করেন।

(ঘ) আইডব্লিউএম এর নির্বাহী পরিচালক ড. মনোয়ার হোসেন প্রথম অধ্যায়ে ধারা (২) এর (ভ) ভূপরিস্থ পানির সংজ্ঞায় 'জমিয়া থাকা' অংশটুকু এবং ধারা ৮(৬) প্রথম লাইনে 'এ আইনে উল্লেখিত ক্ষমতার বাইরেও' অংশটুকু বাদ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

(ঙ) পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক জনাব জাফর সিদ্দিক ক্ষতি পূরণের একটি নতুন ধারা সংযোজন করার প্রস্তাব করেন। তাছাড়াও তিনি ৪০ এর ৩ উপধারা বাদ দেওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

(চ) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব জনাব অপরূপ চৌধুরী আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় যে মতামত প্রেরণ করেন তা উপস্থাপন করেন।

৪.০ বিস্তারিত আলোচনার পর সভায় সর্বসম্মতভাবে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়

৪.১ বিগত ২২ মে ২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির ১৩তম সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হলো।

৪.২ প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১২ এর প্রস্তাবনার ২য় প্যারা নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপন করা হলো:-

যেহেতু, পানির প্রাপ্যতা একটি মৌলিক অধিকার এবং পানি একটি সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদ; ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, কৃষি ও শিল্প উৎপাদন এবং নগরায়নের প্রেক্ষিতে পানির চাহিদাও ক্রমবর্ধমান বিধায় পানির যথেচ্ছ ব্যবহারের সুযোগ নাই।

৪.৩ প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১২ এর ধারা-২ এর উপধারা-১ এর নিম্নোক্ত সংজ্ঞাগুলি সংযোজন/সংশোধন করা হলো:-

(ক) ''পানিধারক স্তর (Aquifer)'' বলিতে ভূ-গর্ভস্থ শিলা অথবা মৃত্তিকা স্তরের এমন স্তরকে বুঝাইবে যাহা পানি ধারণ ও পরিবহণ করিতে পারে এবং যেখান হইতে পানি কাজে লাগানো যায় অথবা পানি উত্তোলন করা যায়;

(খ) "নদ-নদীর অববাহিকা (Catchment)" বলিতে নদ-নদী, খাল ইত্যাদি দ্বারা যে অঞ্চল অথবা অঞ্চলসমূহের উপর বৃষ্টি, বরফ, তুষারপাতসহ ভূ-গর্ভস্থ জলাধারের পানি নদীতে পতিত হয় সেই অঞ্চল ও অঞ্চলসমূহকে বুঝাইবে;

(গ) "মোহনা (Estuary)" বলিতে বুঝাইবে আংশিকভাবে অথবা সম্পূর্নভাবে প্রবাহমান একটি জলস্রোত যাহা স্থায়ীভাবে অথবা পর্যায়ক্রমে সমুদ্রমুখী এবং যাহার মধ্য দিয়া ভূমি হইতে স্বচ্ছ পানি সমুদ্রের পানিতে মিশ্রিত হয় এবং যাহা পরিমাপযোগ্য;

(ঘ) ''ভূপরিস্থ পানি'' বলিতে জলাশয়/জলাধার, পুকুর, হ্রদ, জলস্রোত, বিল, ঝিল এবং নদীসহ ভূমির উপরিভাগের পানিকে বুঝাইবে।

৪.৪ প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১২ এর ধারা-১২ এর উপধারা (৩) নিম্নোক্তভাবে সংযোজন করা হলো:-

১২(৩) কৃষি উৎপাদনে সেচ প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সহিত আলোচনা করিবে।

৪.৫ প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১২ এর ধারা-১৫ এর উপধারা (২) অগ্রাধিকার তালিকা নিম্নোক্তভাবে পূণবিন্যাস করা হলো:-

১৫(২) সাধারণভাবে অগ্রাধিকারভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত ব্যবহারের জন্য পানি বন্টন করা যাইবে -

(ক) গৃহস্থালী কাজ (খ) পানীয় জল সরবরাহ (গ) কৃষি কাজ (ঘ) মৎস্য চাষ (ঙ) পরিবেশ (চ) বন্যপ্রাণী (ছ) নৌ-চলাচল (জ) নদ-নদীতে পানি প্রবাহ অক্ষুন্ন রাখা (ঝ) শিল্প (ঞ)) লবণাক্ততা নিয়ন্ত্রণ (ট) শক্তি উৎপাদন (ঠ) বিনোদন (ড) অন্যান্য।

৪.৬ প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১২ এর ধারা-১৬ এর উপধারা (১) এর জলাধার/জলাশয়ের পানি ব্যবহারের শব্দগুলোর পর "সীমিত" শব্দটি সংযোজন করা হলো।

৪.৭ প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১২ এর ধারা-১৮ -তে উল্লিখিত অগভীর শব্দটি বাদ দেয়া হলো।

৪.৮ প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১২ এর ধারা-২০ এ "সেচসহ সকল প্রকার কৃষিকাজ শব্দগুলো সংযোজন করা হলো।

৪.৯ প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১২ এর ধারা-২২ এ উল্লিখিত "পরিবেশ সংরক্ষণ আইন" এর পরিবর্তে "পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, ২০১০" প্রতিস্থাপিত করা হলো।

৪.১০ প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১২ এর ধারা-২৫ এর উপধারা (১) ও (২) কে নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপন করা হলো।

২৫. পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করিতে পারে এইরূপ যে কোন উন্নয়ন কার্যক্রম যেমন-সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদীর তীর সংরক্ষণ, ড্রেজিং, নদীর তলদেশ হইতে গ্যাস উত্তোলন, রাস্তা, সেতু, বাঁধ অথবা যে কোন ধরণের হাইড্রোলকি অবকাঠামো নির্মাণ কাজ গ্রহণের ক্ষেত্রে ইহাদের ক্ষতিকর প্রভাব হ্রাস অথবা বিকল্প কার্যক্রম গ্রহণের জন্য পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার মতামতের আলোকে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করিবে।

৪.১১ প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১২ এর ধারা-২৬ (১) এর শুরুতে "উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিত" শব্দগুলো সংযোজন করা হলো।

৪.১২ প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১২ এর ধারা-২৬ (৩) এ "পরিবেশ সংরক্ষণ আইন" এর পরিবর্তে "পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, ২০১০" প্রতিস্থাপন করা হলো।

৪.১৩ প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১২ এর ধারা-২৯ এর উপধারা (২) এর (ঘ) তে "বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে" শব্দগুলো সংযোজন করা হলো এবং শেষ লাইন "এবং কর্তৃপক্ষের এইরূপ আদেশের বিরুদ্ধে কোন আদালতে প্রতিকার চাওয়া যাইবে না" শব্দগুলি বাদ দেয়া হলো।

৪.১৪ প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১২ এর ধারা-৪০ এর উপধারা (৩) নিম্নরূপভাবে প্রতিস্থাপন করা হলো:-

৪০(৩) এই আইনের যে কোন বিধান লংঘনের জন্য দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সংশ্লিষ্ট আদালত উপযুক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৫.০ অনুচ্ছেদ ৪ এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১২ সংশোধনপূর্বক মন্ত্রিসভায় নীতিগত অনুমোদনের জন্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

৬.০ সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সভায় উপস্থিত সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৯/০৩/২০১২

(রমেশ চন্দ্র সেন)
মন্ত্রী
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
ও
আহবায়ক
জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটি